ইনডিয়ান মুসলমান বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাদে

যাযাদির ১২ আগস্ট ০৩–এর সংখ্যায় *দিনের পর দিন*–এ *টাইম ম্যাগাজিন*–এ প্রকাশিত অ্যালেক্স পেরি–র লেখার যে অনুবাদ শফিক রেহমান ছেপেছেন তা পড়তে গিয়ে গায়ে কাটা দিয়ে উঠলো। বম্বে–র পুলিশ জয়েন্ট কমিশনার আহমেদ জাভেদ–এর মতো তথাকথিত প্রগতিশীল মুসলমানের হয়তো অভাব নেই কট্টর মৌলবাদী বিজেপি শাসিত ইনডিয়ায়। কিন্তু কথিত একটি মুসলিম উগ্রবাদী সংগঠনের আনসার উমরের মতো জঙ্গী নেতার এ দেশে কোনো অস্তিত্ব এ মুহূর্তে আছে কি না সে বিষয়ে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে। যিনি নাকি বম্বে–র বুকে দাড়িয়ে টাইমকে সদর্পে বলতে পারেন, গত আট মাসে বম্বে–তে যে একটার পর একটা ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটেছে তার পেছনে তিনি একটা মুখ্য ভূমিকা পালন করেছেন।... তিনি যাদের সাহায্য করেছেন তাদের অন্যতম ছিল ১৩ ডিসেম্বর ২০০১–এ ইনডিয়ান পার্লামেন্টে হামলাকারী মুসলিম জঙ্গীরা। উমর তার সাফল্যে পুলকিত হয়ে নাকি বলেছেন, আমাদের সন্ত্রাসী আন্দোলন থামানোর কোনো প্ল্যান নেই। কোনো কিছুর জন্য আমাদের অনুশোচনা নেই। আমরা এই কাজে আনন্দ পাই। অথচ উমর সম্পর্কে পেরি দ্বিচারী মনোভাব ব্যক্ত করে বলেছেন, উমর তার জীবন কাটাচ্ছে পালিয়ে বেড়িয়ে, তার বেশভূষা, পরিচয় ও ঠিকানা কয়েক মাস পর পরই বদলিয়ে।

পেরির এসব ভাষ্যের ভিত্তি কি? লেখাটি পড়তে গিয়ে এ প্রশ্নই জাগছিল বার বার। লন্ডন প্রবাসী অপ্রকৃতস্থ ও দালাল গোত্রের জনৈক বাংলাদেশি কলামিস্ট যেমন আজগুবি কিছু চরিত্র সৃষ্টি করে বানোয়াট সব কাহিনী বর্ণনার মাধ্যমে নিজ ভ্রান্ত মতাদর্শ প্রচারে সিদ্ধহস্ত ঠিক তেমনি পেরিও এসব কাল্পনিক কাহিনী ফেদে মুসলিম স্বার্থ বিরোধী আন্তর্জাতিক জনমত সৃষ্টির মাধ্যমে আপন, অসৎ অভিপ্রায় পূরণ করতে চান বলেই মনে করি। এর আগে *ডেডলি কার্গো* শিরোনামের কভার স্টোরিতেও তার মুসলিম স্বার্থ বিরোধী মানসিকতার প্রতিফলন ঘটেছিল এ কথা বিবেকবান মানুষের কার-ই বা না জানার কথ মি. রেহমানের সঙ্গে আমিও একমত। পেরি যদি সৎ মানসিকতা নিয়ে নিবন্ধটি লিখতেন তাহলে ইনডিয়ায় ধর্মীয় সন্ত্রাস ও সহিংসতা বন্ধ করার জন্য নিরীহ ইনডিয়ান সংখ্যালঘু মুসলমানদের মধ্যপন্থী হওয়ার পরামর্শ দিয়ে তিনি উপসংহার টানতেন না। কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার ও তার নেতাদের নরমপন্থী হওয়ারও উপদেশ দিতেন।

স্বাধিকার বঞ্চিত কাশ্মিরি মুসলমানেরা কিছুটা সাহসী ও সংঘবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও ইনডিয়া তার সামরিক শক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার করে সন্ত্রাস দমনের নামে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নিষ্ঠুরভাবে গণহত্যার পাশাপাশি নিরীহ মানুষকেও ব্যাপকহারে হত্যা করে কিভাবে কাশ্মিরকে যুব-শূন্য করছে এসবের নমুনা তো আমরা হরহামেশাই দেখছি। দেখছি কলকাতায় আমেরিকান সেন্টারে আক্রমণের মূল নায়ক সাজিয়ে আফতাব আনসারীকে নিয়ে বিচারের নামে প্রহসন নাটকের নাটকীয় সব ঘটনাও। আসলে সত্যি সত্যি যদি বম্বে-তে কোনো মুসলিম জঙ্গী সংগঠন থাকতো এবং উমরের মতো এর উর্ধতন নেতারা পেরি বর্ণিত কোনো রূপ জঙ্গী তৎপরতায় লিপ্ত হতো তাহলে শুধু বম্বে-র রাজপথই নয়, গোটা ইনডিয়াতেই রক্তবন্যা বয়ে যেতো। কারণ গত বছর গুজরাট প্রমাণ করেছে, বিজেপি নেতৃত্বাধীন বর্তমান ইনডিয়ান কোয়ালিশন সরকার নিউটনের তৃতীয় সূত্রের প্রয়োগে চরম সিদ্ধহস্ত। আজ ইনডিয়ান মুসলমানদের জন্য আপন মাতৃভূমি এমনই একটা জল্লাদখানা হয়ে গেছে যে, আহমেদ জাভেদ-এর মতো হাতেগোনা কিছু সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের হাতের পুতুল ছাড়া বাকি সব মুসলমানই দেশদ্রোহী, সন্ত্রাসী, জঙ্গী কর্মতৎপরতায় লিপ্ত বলে সংখ্যাগরিষ্ঠের কাছে পরিগণিত হচ্ছে। দেশপ্রেম ও জাতীয় আনুগত্য থাকা সত্ত্বেও কেবল নিজস্ব ধর্ম অনুরাগের কারণে এসব আদর্শ ব্যক্তিরা কথিত উমরের মতো সন্ত্রাসী রূপে চিহ্নিত হয়ে বেশভূষা, পরিচয় ও ঠিকানা পাল্টাতে বাধ্য হচ্ছে। প্রকৃত ঘটনা এই যে, ইনডিয়ান মুসলমানদের মেরুদণ্ড যেটুকু অবশিষ্ট আছে তাও ভেঙে দেয়ার জন্য হিন্দুত্ববাদীরা নিজেরাই পার্লামেন্ট কিংবা আমেরিকান সেন্টারে হামলার মতো দুই চারটি ছোটখাটো ঘটনা ঘটিয়ে এর পেছনে নেতৃস্থানীয় মুসলমানদের হাত আছে বলে অভিযোগ এনে *পোটোর* আওতায় গ্রেফতার করে তাদের জীবনটাই বরবাদ করে দিচ্ছে।

যেসব মুসলমান অর্থ-বিদ্যা-বুদ্ধিতে একটু বড় হচ্ছে তাদেরকে নিষ্ঠুরভাবে দমিয়ে দেয়ার এ এক সুগভীর ষড়যন্ত্র। এদেরই দোসর অ্যালেক্স পেরি। মুসলমানদের বিরুদ্ধে তিনি আন্তর্জাতিক জনমতকে সংগঠিত করতে চান বলেই টাইম ম্যাগাজিনে উমর কাহিনী ফেদে প্রমাণ করতে চান, ইনডিয়াতে শুধু মুসলিম আন্ডারওয়ার্ল্ডের সন্ত্রাসীরাই নয়, এখন সম্ভ্রান্ত মুসলিম সমাজ থেকেও সহিংসতার জন্ম হচ্ছে। আসলে এসবই মিথ্যা। শতকরা একশ ভাগই বানোয়াট। ৫৫ বছর বয়স্ক কাঠের ব্যবসায়ী নাসির মোল্লার কথাই ঠিক, এখানে সাকিব নাচান ও সিমির সদস্যরা আদর্শ ব্যক্তি রূপে পরিগণিত। অথচ

এই আদর্শ ব্যক্তি সাকিবদেরকেই ইনডিয়ান প্রশাসন *দেশদ্রোহী* বলে পাকড়াও করে প্রচার চালাচ্ছে, সাকিব আত্মসমর্পণ করে এবং সন্ত্রাসী কমান্ডার রূপে তার ভূমিকা স্বীকার করে। পুলিশ জানায়, তারা গ্রামের কুয়ার মধ্যে দুটি একে ফিফটি সিক্স বন্দুক, চারটি রিভলভার এবং ২৫০টি হোমমেড বোমা খুজে পেয়েছে। নাসির মোল্লার সঙ্গে তার ২৬ বছর বয়সের যে ছেলে ব্যাংক ম্যানেজারের কাজ করে সেও গ্রেফতার হয়েছে।

প্রকৃত কথা হচ্ছে, আজকাল এভাবেই কৌশলে নীল নকশা তৈরি করে যে কোনো এলাকা থেকে নিরীহ, নিরস্ত্র মুসলমানদের ধরে এনে জেলে পুরে এই বলে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে যে, সে পুলিশের কাছে স্বীকার করেছে, আইএসআই-এর সঙ্গে তার যোগাযোগ রয়েছে। বিভিন্ন সময়ে সে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, কাশ্মিরের অমুক অমুক জঙ্গী সংগঠনের কাছ থেকে জঙ্গী ট্রেনিং নিয়েছে, অমুক অমুক রাজনীতিবিদ, কৃকেটার, চলচ্চিত্র তারকাকে হত্যার ষড়যন্ত্র কষছিল। কেউ অভুক্ত পুত্র-কন্যার জন্য কাজ শেষ করে বাজার থেকে পাচ কেজি চাল নিয়ে বাসায় ফিরলে তাকে আটক করে প্রচার চালানো হচ্ছে, তার কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ আরডিএক্স উদ্ধার করা হয়েছে যা দিয়ে প্রজাতন্ত্র দিবস, স্বাধীনতা দিবসে অমুক অমুক গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় আঘাত হানার পরিকল্পনা নিয়েছিল ইত্যাদি সব বানোয়াট অভিযোগ।

টাইম ম্যাগাজিনে প্রকাশিত নিজস্ব স্টাইলে গল্পচ্ছলে জাহিরা, জাভেদ, উমর প্রমুখের মুখ দিয়ে বর্ণিত মন্তব্যগুলো কতোখানি সত্য ও বিবেচনাপ্রসূত এ প্রশ্ন রেখেছেন মি. রেহমান। সঙ্গত কারণে এ প্রশ্নও আমরা উত্থাপন করতে পারি, ইনডিয়ান মুসলমানদের সম্পর্কে সে দেশের সরকার, প্রশাসক, গণমাধ্যমগুলো আলোচিত উপরোক্ত অভিযোগগুলোর সত্যতা কতোটুকু? এর উত্তর পেতে হলে গত ৮ জুলাই-এর *আনন্দবাজার*-এ প্রকাশিত একটি সংবাদ ও উপসম্পাদকীয়ের দিকে আমাদের দৃষ্টিকে ফেরাতে হবে। ৭ জুলাই নতুন দিল্লি থেকে জয়ন্ত ঘোষাল-এর পাঠানো *বুদ্ধ বাংলাদেশে জঙ্গী শিবিরের রিপোর্ট দিলেন* শীর্ষক সংবাদ শিরোনামে বলা হয়েছে, *আলফা, কামতাপুরী লিবারেশন অর্গানাইজেশন* এবং *চাকমা ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট* বাংলাদেশে বহু জঙ্গী ট্রেনিং সেন্টার গড়ে তুলেছে। ইনডিয়া বিরোধী ইসলামি জঙ্গী সংগঠনগুলো বাংলাদেশের জমিতে এখন মোট ৮০টি শিবির তৈরি করে চালাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য গতকাল উপপ্রধানমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদভানির কাছে এই চাঞ্চল্যকর তথ্য পেশ করেছেন।

উপপ্রধানমন্ত্রী রাজ্য সরকারের দেয়া এই রিপোর্টটি কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাপ্রধান কে.পি সিংহকে দিয়ে পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখার নির্দেশ দিয়েছেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের রিপোর্ট পেলে পরে তিনি বিষয়টি বিদেশ মন্ত্রণালয়কে জানাবেন যাতে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করা যায়। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের দেয়া এক পৃষ্ঠার রিপোর্টটিতে বলা হয়েছে, রাজ্য গোয়েন্দা সূত্রে এসব তথ্য পাওয়া গিয়েছে। তবে রাজ্য গোয়েন্দারা কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের সঙ্গে সমন্বয় রক্ষা করেই তথ্যগুলো সংগ্রহ করেছেন। বাংলাদেশ রাইফেলস-এর একটা অংশ এই ট্রেনিং সেন্টারগুলোতে সংগঠিত করার কাজে মদদ দিচ্ছে। চট্টগ্রামে বাংলাদেশ রাইফেলস-এর সেক্টর হেড কোয়ার্টার, রাঙামাটি, খাগড়াছড়িতে বাংলাদেশ সেনার ১০৩ এবং ১০৫ ইনফ্যান্ট্রি বৃগেডের বড় অংশ নাকি এদের সাহায্য করছে। রাজ্য সরকারের রিপোর্টে জঙ্গী ট্রেনিং সেন্টারের একটা তালিকাও দেয়া হয়েছে।

● রাজশাহী জেলার হুজাই-এর একটি গোষ্ঠি জামাতুল মুজাহিদিন বহু শিবির তৈরি করেছে। শিবিরের সংখ্যা সাত, ট্রেনিংপ্রাপ্ত জঙ্গীর সংখ্যা ১০৯।

● রাজশাহী জেলার আল-হিকমা মোট ৯টি শিবির খুলেছে। কর্মী সংখ্যা ২৬১।

● অন্যান্য ইসলামি জঙ্গী সংগঠন খুলনায় ১৬টি শিবির খুলেছে। ৪০৫জন জঙ্গী এখানে ট্রেনিং নিয়েছে।

● সিলেটে আলফা জঙ্গীরা ২৩টি শিবির করেছে। ট্রেনিংপ্রাপ্ত জঙ্গীর সংখ্যা ৪৪৮।

● চট্টগ্রামে চাকমা জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট ১১টি শিবির খুলেছে। জঙ্গীর সংখ্যা ২৪৪।

● কামতাপুরী জঙ্গীরা রংপুরে ১৪টি শিবির তৈরি করে ফেলেছে। ট্রেনিং নিয়েছে ১৫৩জন।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, এসব ঘটনা খুবই উদ্বেগজনক।

এই রিপোর্ট পড়ে কোটি কোটি ইনডিয়ান বাঙালি বাংলাদেশকে একটা সন্ত্রাসের লালন ক্ষেত্র ভাবতে বাধ্য হবে। কিন্তু আমার মতো যারা এ দেশকে ভেতর থেকে দেখেছেন তারা স্বীকার করবেন, ইরাকের কাছে গণবিধ্বংসী রাসায়নিক অস্ত্র আছে যা ৪৫ মিনিটের মধ্যে উপস্থাপন করে দূর নিয়ন্ত্রিত লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে সক্ষম বুশ-ব্লেয়ারের এ মিথ্যা অভিযোগের মতোই এসব মিথ্যা। অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সন্ত্রাসী ছাড়া বাংলাদেশে ইনডিয়ান বিরোধী এ জাতীয় কোনো সন্ত্রাসী সংগঠনের অস্তিত্বের দাবিটি অসার এবং এটা একটা স্বাধীন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে চরম উস্কানিমূলক ও বৃহৎ ষড়যন্ত্রের পূর্বাভাস বলে মনে করি। ঠিক তেমনি পেরি বর্ণিত উমর কাহিনীতে বিবৃত ইনডিয়ান মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত যাবতীয় সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডমূলক অভিযোগ ভিত্তিহীন ও একটা বৃহৎ ষড়যন্ত্রের ফসল। একজন নীতিপরায়ণ ব্যক্তি হিসেবে আমি প্রতিটি বাংলাদেশিকে এ কথা জানিয়ে গেলাম। দিনের পর দিন-এ বিবৃত পেরির রিপোর্টে যারা ইনডিয়ান মুসলমান ভুল বুঝবেন তাদের সে ভুল ধারণা অপনোদনের জন্য আমার এ কলম ধরা নৈতিক দিক দিয়ে জরুরি ছিল। যায়যায়দিন কর্তৃপক্ষের উচিত এ চিঠি মুদ্রিত করে পাঠকদের ভুল ধারণার অবসান ঘটানো।

আনন্দবাজারের ৮ জুলাই-এর একই সংখ্যায় প্রকাশিত অনির্বান চট্টোপাধ্যায়ের ব্যতিক্রমধর্মী উপসম্পাদকীয় *নীতি কথা নয়, ভয়ের কথা : আমি যদি মুসলমান হতাম?*-এর দর্পণে ইনডিয়ান মুসলমানদের সর্বশেষ সঠিক চিত্র ফুটে উঠেছে। শ্রী চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, কি দেখছেন, কি শুনছেন একজন ইনডিয়ান মুসলমান? দেখছেন তার পায়ের তলার জমি বেমালুম কেড়ে নেয়া হচ্ছে। শুনছেন এই দেশে তোমার সম্মানের সঙ্গে বেচে থাকার কোনো অধিকার নেই। যদি থাকতে হয় তাহলে হিন্দুর পায়ের তলায় থাকতে হবে। একটা মসজিদ তার চোখের সামনে গুড়িয়ে দেয়া হলো। একটা রাজ্যে তার স্বজন-বান্ধবদের বেছে বেছে অত্যাচার, ধর্ষণ, হত্যা করা হলো।...

অযোধ্যা নিয়ে এবার যা দেখা গেল, আপাতদৃষ্টিতে সেটা বিরোধ মেটানোর এক নিষ্ফল উদ্যোগ মাত্র। কিন্তু আসলে তা সরাসরি আক্রমণের চেয়েও ভয়ংকর। গায়ের জোরে মসজিদ ভেঙে দেয়ার পর প্রথমে অনেক দিন ধরে নানান দিক থেকে চাপ দিয়ে মুসলমানদের বোঝানো হলো যে, ভাঙা মসজিদ ফিরে পাওয়ার কোনো প্রশ্ন নেই, হিন্দুদের সঙ্গে আপোস করলে বড়জোর ধারে কাছে একটা মসজিদ বানানোর অনুমতি মিলতে পারে নাকের বদলে নরুন। আশা দেয়া হলো, কাশী এবং মথুরার ব্যাপারটা নিয়ে আর কোনো অশান্তি করা হবে না, অযোধ্যাকান্ড অযোধ্যাতেই শেষ হবে। দীর্ঘশ্বাস

ফেলে নিজের মন্দ ভাগ্যকে দোষ দিয়ে ইনডিয়ান মুসলমান হয়তো মনে মনে আপোসের জন্যই প্রস্তুত হলো। ভাবলো, দুর্বলের এতো মান-অপমান বোধ নিয়ে বসে থাকলে চলে না, একটু মাথা নিচু করে যদি শান্তিতে থাকা যায়! যেমন গুজরাটে তেমনই অযোধ্যায়।

কিন্তু হিন্দুত্ববাদীরা নিশ্চিত আঘাতে সেই ভুল ভেঙে দিয়েছে।... (শঙ্করাচার্য) নিজেই জানিয়ে দিয়েছেন, বিতর্কিত জমিতেই মন্দির চাই, ওটা তোমরা উপহার দিয়ে দাও। *উপহার* শব্দটি নিয়ে এমন নির্মম পরিহাস আগে কখনো শুনেছি কি? কেমন লাগতো এই পরিহাস যদি আমি একজন ইনডিয়ান মুসলমান হতাম? ভয় হয়, আপন ইনডিয়ানদের ওপর শেষ শ্রদ্ধাটুকুও হয়তো হারিয়ে ফেলতাম।

মারতে মারতে, অপমান করতে করতে আর কতো দূরে নিয়ে যাবো আমরা ইনডিয়ান মুসলমানকে? দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ার পরেও আরো কতো কোণঠাসা হতে হবে তাকে? মুসলমান ঘরের যে কিশোর আজ তার চারপাশের জগৎটাকে চিনতে শিখেছে, বুঝতে শিখেছে, সে যখন তার শান্তিপ্রিয় বাবাকে নীরবে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে দেখে, তখন কি করবে? অপমানকে আপন নিয়তি বলে মেনে নেবে? দীর্ঘশ্বাসের শরিক হবে? কাশী এবং মথুরা উপহার দেয়ার জন্য ডালি সাজাবে? এমন আরো অনেকবার এভাবে অনেক আপোস, আপোস খেলার শিকার হওয়ার জন্য মনে মনে তৈরি হবে? হয়তো বা। মানুষ তো বাচতেই চায়।

যদি তা না হয়? যদি তার মনে হয়, আর নয়, অনেক হয়েছে, মেনে নিয়ে নিয়ে দিন গেল মেনে নিতে, এবার ঘুরে দাড়াতে হবে? মানুষ তো বাচতেই চায়।

ইনডিয়ান মুসলমানদের দীর্ঘশ্বাস অ্যালেক্স পেরি-দের বিচলিত করে না। বিচলিত করে মুসলমানদের আত্মরক্ষার অধিকার। তাই তিনি ইনডিয়ার মূল স্রোতধারার বাইরে অবস্থানকারী মুসলিম জঙ্গী আন্দোলনে আনসার-এর পদে অধিষ্ঠিত একজন ঊর্ধতন নেতা উমরের কল্পিত কাহিনী ফেদে বসেন। বিশ্বব্যাপী এই মিথ্যা প্রচারণা চালিয়ে বেড়ান, এখন সম্ভ্রান্ত মুসলিম সমাজ থেকেও সহিংসতার জন্ম হচ্ছে। যদিও অনির্বান চট্টোপাধ্যায়ের মতো একজন প্রকৃত প্রগতিশীল ইনডিয়ানদের লেখায় ফুটে উঠেছে বাচার জন্য এখনো ইনডিয়ান মুসলমানেরা সন্ত্রাসের পথ না ধরে আপোস আপোস খেলা চালিয়ে যাচ্ছে। তারা আজও মনে করছে, একটু মাথা নিচু করে যদি শান্তিতে থাকা যায় তাহলে তাতে দোষ কি? অথচ অনির্বান চট্টোপাধ্যায়ই বলেছেন, যদি আমি একজন ইনডিয়ান মুসলমান হতাম? ভয় হয়, আপন ইনডিয়ানদের ওপর শেষ শ্রদ্ধাটুকুও হয়তো হারিয়ে ফেলতাম।

এ লেখা যখন শেষ করতে বসেছি ঠিক তখনই বম্বে বিস্ফোরণের খবর পেলাম। পেরি-র এক মহানায়ক পুলিশ জয়েন্ট কমিশনার আহমেদ জাভেদকে ঘটনার পর ময়দানে দেখছি। ঘটনার আগের নায়কটি কে? প্রিয় পাঠক, আপনারা অনেকেই আঙুল তুলবেন পেরির দ্বিতীয় মহানায়ক সন্ত্রাসী আনসার উমরের দিকে। ভাববেন, অ্যালেক্স পেরি ঠিকই বলেছেন, গত আট মাসে বম্বে-তে যে একটার পর একটা ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটেছে তার পেছনে তিনি একটা মুখ্য ভূমিকা পালন করেছেন। সুতরাং এটির পেছনেও তার হাত রয়েছে। হ্যা, তা-ই করা হচ্ছে গোটা ইনডিয়ান জুড়ে।

চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী নিরীহ মুসলমানদের দিকে আঙুল তোলা হয়েছে ঘটনার পরমুহূর্ত থেকে কোনো রূপ তদন্ত পর্যবেক্ষণ ছাড়াই। আমি বলবো, না, এসবই মিথ্যা। উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের এসব

কারসাজি। বাবরি মসজিদ সংক্রান্ত সর্বশেষ ঘটনাবলী, ১১ আগস্ট টাইম ম্যাগাজিনে প্রকাশিত অ্যালেক্স পেরির স্বকপোলকল্পিত রিপোর্ট এবং গত ২৫ আগস্ট বম্বে–র বিস্ফোরণের ঘটনার মাঝে একটা বিরাট যোগসূত্র রয়েছে। কিভাবে? সম্মানিত পাঠক এর উত্তর পেতে হলে আপনাকে অপেক্ষায় থাকতে হবে আগামী কয়েকটা দিন।

দীপংকর চক্রবর্তী
কাচারীচক, গান্ধী ময়দান
দুমকা, ঝাড়খন্ড
বিহার, ইনডিয়া।